রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, নভেম্বর ৪, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ কার্তিক ১৪২৭, বঙ্গাব্দ/০১ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও নং-২৯৫-আইন/২০২০।—ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৮০ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ (প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ) বিধিমালা, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(১) **“অভিযুক্ত”** অর্থ এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কোনো কার্য সংঘটন করিয়া থাকেন বা করিতে উদ্যত হন বা করিতে অন্যকে প্ররোচিত করেন;

(২) **“আইন”** অর্থ ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৬ নং আইন);

(৩) **“ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা”** অর্থ ধারা ৭৯ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী;

(৪) **“জরিমানা”** অর্থ ধারা ৭০ এবং ৭৬ এ উল্লিখিত প্রশাসনিক জরিমানা;

মূল্য : টাকা ১৬.০০

(৫) **"তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনা"** অর্থ তদারকি টিম কর্তৃক পরিচালিত তদারকিমূলক কার্যক্রম;

(৬) **"তদারকি টিম"** অর্থ ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নেতৃত্বে গঠিত টিম;

(৭) **"ধারা"** অর্থ আইনের কোনো ধারা;

(৮) **"ফরম"** অর্থ এই বিধিমালার কোনো ফরম; এবং

(৯) **"শুনানি"** অর্থ ভোক্তা-অধিকার বিরোধী অভিযোগ নিষ্পত্তি করিবার লক্ষ্যে মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বক্তব্য গ্রহণ।

(২) এই বিধিমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনার পদ্ধতি।**—(১) আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ভোক্তা সাধারণের অধিকার সংরক্ষণ, ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ বা ভোক্তা-অধিকার লঙ্ঘনজনিত অভিযোগ নিষ্পত্তি করিবার লক্ষ্যে মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একটি তদারকি টিম গঠন করিয়া তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনা করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনাকালে মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর ফরম 'ক' অনুসারে অভিযোগ দায়ের করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুসারে অভিযোগ প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরম 'খ' অনুসারে অভিযোগ গঠন করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) অনুসারে অভিযোগ গঠনের পর মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ধারা ৭০ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপ, ব্যবসার লাইসেন্স বাতিল, ব্যবসায়িক কার্যক্রম সাময়িক বা স্থায়ীভাবে স্থগিতকরণ সম্পর্কিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং ফরম 'গ' অনুসারে অভিযোগ নিষ্পত্তির আদেশ প্রদান করিবেন।

৪। **অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তিকরণ।**—(১) ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কোনো কার্য সংঘটিত হইলে বা ভোক্তা-অধিকার ক্ষুন্ন হইলে উহার কারণ উদ্ভব হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অভিযোগকারীকে ধারা ২০ এর উপ-ধারা (৪) এর বিধান অনুসারে মহাপরিচালক বরাবর ফ্যাক্স, ই-মেইল বা অন্য কোনো উপায়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফরম 'ক' অনুযায়ী লিখিত অভিযোগ দায়ের করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে লিখিত অভিযোগ দায়ের করিবার পর উহা আমলযোগ্য হইলে মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এতদ্‌বিষয়ে শুনানির জন্য ফরম 'ঘ' অনুযায়ী অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি বা পক্ষকে নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুসারে শুনানির নোটিশ জারি হইলে, উভয়পক্ষ ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাহাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে শুনানিতে উপস্থিত হইয়া প্রমাণকসহ, যদি থাকে, বক্তব্য প্রদান করিবেন।

(৪) উভয়পক্ষের নিকট নোটিশ জারি হইবার পর উপ-বিধি (৩) অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা পক্ষ যদি শুনানিতে হাজির হন এবং অভিযোগকারী বা তাহার প্রতিনিধি যদি অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগটি খারিজ করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বা পক্ষ শুনানিতে উপস্থিত হইয়া স্বেচ্ছায় অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকারোক্তির প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৫) অভিযুক্ত ব্যক্তি বা পক্ষ শুনানির সময় অনুপস্থিত থাকিলে মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুনরায় শুনানির নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) অনুসারে পুনরায় শুনানির নোটিশ জারির পর উভয়পক্ষ শুনানিতে হাজির হইলে মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনানিপূর্বক উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে ধারা ৭০ অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং অভিযোগের সত্যত্যা প্রমাণিত না হইলে অভিযোগটি খারিজ করিয়া দিবেন।

(৭) অভিযুক্ত ব্যক্তি বা পক্ষ শুনানিতে অনুপস্থিত থাকিলে মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগটি সরেজমিনে তদন্তের মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৫। **জরিমানা আদায়ের পদ্ধতি**।—বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৪) এবং (৬) এর বিধান অনুসারে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আরোপিত জরিমানার অর্থ ধারা ৭০ এর উপ-ধারা (২) এবং (৫) এর বিধান অনুযায়ী আদায়যোগ্য হইবে।

৬। **ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্যের জন্য দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি সাময়িকভাবে বন্ধের পদ্ধতি**।—(১) ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্যের জন্য কোনো দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ফ্যাক্টরি, কারখানা বা গুদাম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিবার নির্দেশ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে ফরম 'ঙ' অনুযায়ী মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নোটিশ প্রদান করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে নোটিশ প্রদানের পর ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (২), (৩), (৪), (৫) এবং (৬) এর বিধান অনুসারে মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৭। **জরিমানার টাকায় অভিযোগকারীর অংশ প্রদান পদ্ধতি**।—(১) বিধি ৫ অনুসারে জরিমানার অর্থ আদায় হইয়া থাকিলে ধারা ৭৬ এবং উপ-ধারা (৪) অনুসারে উক্ত আদায়কৃত অর্থের ২৫ শতাংশ ফরম 'চ' অনুযায়ী অভিযোগকারীকে প্রদান করিতে হইবে।

(২) অভিযোগকারী ব্যক্তিগতভাবে অথবা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়া ফরম 'ছ' অনুযায়ী প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া জরিমানার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) অভিযোগকারীর অনুরোধের প্রেক্ষিতে ইলেকট্রনিক পে অথবা অন্য কোনো উপায়ে আদায়কৃত অর্থের ২৫ শতাংশ প্রেরণ করা যাইবে এবং উহা প্রেরণের খরচ, যদি থাকে, অভিযোগকারীকে প্রদেয় অর্থ হইতে কর্তন করা হইবে।

(৪) অভিযোগকারী উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত জরিমানার অর্থ ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে গ্রহণ না করিলে উক্ত অর্থ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করিতে হইবে।

৮। **নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি**।—(১) নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তা ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান অনুসারে কোনো দোকান, গুদাম, কারখানা, প্রাঙ্গণ বা স্থান হইতে কোনো পণ্য বা পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদানের নমুনা সংগ্রহের বিষয়ে অভিপ্রায় সম্পর্কে উক্ত স্থানের দখলদার বা এজেন্টকে ফরম 'ছ' অনুযায়ী নোটিশ প্রদান করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে নোটিশ প্রদানর পর নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তা উক্ত স্থানের দখলদার বা এজেন্ট এর উপস্থিতিতে ফরম 'জ' অনুযায়ী নমুনা সংগ্রহ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুসারে নমুনা সংগ্রহের পর নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তা ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ), (গ), (ঘ) এবং (ঙ) এর বিধান অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৯। **বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য জব্দ ও বাজেয়াপ্তকরণ পদ্ধতি**।—(১) ধারা ৩২ অনুসারে পণ্য বাজেয়াপ্ত করিবার পর অনতিবিলম্বে মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরম 'ঝ' অনুযায়ী একটি জব্দ তালিকা প্রস্তুত করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে পণ্য বাজেয়াপ্ত করিবার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাওয়া না গেলে বা তিনি বা তাহারা সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করিলে, অন্যূন ২ (দুই) জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে উক্ত জব্দ তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এবং (২) অনুসারে বাজেয়াপ্তকরণের আদেশ প্রদানের পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ফরম 'ঞ' অনুযায়ী নোটিশ জারী করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত নোটিশ জারীর তারিখ হইতে অন্যূন ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি শুনানিতে হাজির হইয়া তাহার যুক্তিসংগত আপত্তি উত্থাপন করিতে ব্যর্থ হইলে বিষয়টি একতরফাভাবে নিষ্পন্ন করা যাইবে।

১০। **পঁচনশীল, বাজেয়াপ্ত ও আটককৃত, ভেজাল পণ্যের আটক ও নিষ্পত্তি এবং বিলি বন্দোবস্তের পদ্ধতি**।—(১) ধার ৩৪, ৩৫ ও ৩৬ এর অধীন পঁচনশীল, বাজেয়াপ্ত ও আটককৃত পণ্য মানুষ বা গবাদি পশুর জন্য ব্যবহারযোগ্য বা খাদ্য হিসাবে ভক্ষণযোগ্য হইলে, উহা পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক, প্রয়োজনে, বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ করিয়া ফরম 'ট' অনুযায়ী দরিদ্র মানুষের মাঝে বা এতিমখানায় বা গবাদি পশুর স্বত্বাধিকারীদের মধ্যে বিতরণপূর্বক বিলি বন্দোবস্ত করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত পণ্য ভেজাল এবং মানুষের খাদ্য হিসেবে ভক্ষণের অযোগ্য বা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হইলে মহাপরিচালক উহা সংরক্ষণ না করিয়া উক্ত পণ্য সামগ্রী আগুনে পোড়াইয়া বা মাটিতে পুঁতিয়া পরিবেশবান্ধব উপায়ে ধ্বংস করিবেন।

১১। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—এই বিধিমালা প্রবর্তনের পর সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

অফিস কর্তৃক পূরণীয়
অভিযোগ নম্বর ....
অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ..........

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর

ফরম "ক"

[বিধি ৩ (২) এবং ৪ (১) দ্রষ্টব্য]

অভিযোগ দায়ের

বরাবর তারিখ : ....খ্রিস্টাব্দ।

মহাপরিচালক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

..................................কার্যালয়................................

বিষয় : অভিযোগ দায়ের

অভিযোগকারীর নাম ....

পিতা/স্বামীর নাম..মাতার নাম..

পেশা............................মোবাইল নং..................ফ্যাক্স নং এবং ই-মেইল (যদি থাকে)..........

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (যদি থাকে)...

ঘটনার তারিখ ও সময়...................................ঘটনার স্থান..

অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ....

ঠিকানা : (স্থায়ী)..(বর্তমান)...

....................................এর বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী, জানাইতেছি যে, তিনি/তাহার উক্ত প্রতিষ্ঠানে

[অভিযোগের বর্ণনা (অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করা যাইবে)] ....]

এর বর্ণিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা..............লঙ্ঘন করিয়াছেন যাহা উক্ত আইন এর .... ধারা অনুযায়ী ভোক্তা-অধিকার বিরোধী দণ্ডযোগ্য অপরাধ।

এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত অপরাধ আমলে গ্রহণ করত উল্লিখিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ....ধারায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে অভিযোগ দায়ের করা হইল।

জব্দ/আটককৃত মালামালের বিবরণ :

১।

২।

অভিযোগকারীর স্বাক্ষর
অভিযোগকারীর নাম :
পদবি :

অভিযোগের সত্যতা সমর্থনে
প্রতিষ্ঠানের মালিক/প্রতিনিধির স্বাক্ষর
উপস্থিত সাক্ষিগণের নাম, পদবি, ঠিকানা ও স্বাক্ষর

১। ....

২। ....

[বি.দ্র. প্রমাণপত্রস্বরূপ পণ্য ক্রয়ের ভাউচার/রসিদ/অন্যান্য যথোপযুক্ত প্রমাণক সংযুক্ত করিতে হইবে।]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর

ফরম ‘খ’

[বিধি ৩ (৩) দ্রষ্টব্য]

অভিযোগ গঠন

অভিযোগ নম্বর : .... তারিখ : ....খ্রিস্টাব্দ।

নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক..এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত কারণে আপনার বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ গঠন করা যাইতেছে যে, আপনি,..
বয়স : ....বৎসর, পিতা ....
প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা..
....
ঘটনার তারিখ ও সময়...
ঘটনার স্থান..
ঘটনার বিবরণ...অপরাধ করিয়াছেন যাহা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা .... এর অধীন দণ্ডযোগ্য অপরাধ।

এমতাবস্থায়, আপনার (প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা).. এর বিরুদ্ধে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭০ অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত ধারা...............অনুযায়ী অভিযোগ গঠন করিলাম এবং আলামত হিসাবে ফরম ‘ট’ অনুযায়ী পণ্যসামগ্রী জব্দ/আটক/বাজেয়াপ্ত করিলাম।

অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

সীলমোহর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর

ফরম ‘গ’

[বিধি ৩ (৪) দ্রষ্টব্য]

অভিযোগ নিষ্পত্তির আদেশনামা

তারিখ : .... খ্রিষ্টাব্দ।

অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তার নাম .... পদবি .... কার্যালয় ....

অভিযোগ নম্বর ..../ ....সন, তারিখ ....রাষ্ট্র/অভিযোগকারী বনাম ....

অভিযুক্তের নাম ....

ঠিকানা..

আদেশ
মহাপরিচালক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর সীলমোহর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর

ফরম 'ঘ'

[বিধি ৪ (২) দ্রষ্টব্য]

শুনানির নোটিশ

তারিখ : .... খ্রিষ্টাব্দ।

স্মারক নং

অভিযোগ নম্বর

প্রথম পক্ষ/বাদী (অভিযোগকারী)	দ্বিতীয় পক্ষ/বিবাদী (অভিযুক্ত ব্যক্তি)

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাইতেছে যে, প্রথম পক্ষ/অভিযোগকারী জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের (মহাপরিচালক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) বরাবরে দ্বিতীয় পক্ষ/অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করিয়াছেন (ছায়ালিপি সংযুক্ত) যাহা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দণ্ডযোগ্য অপরাধ। বর্ণিত অভিযোগের বিষয়ে নিম্নবর্ণিত তারিখ, সময় ও স্থানে উভয় পক্ষের শুনানি গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে, যথা :—

তারিখ :..

সময় :..

স্থান : জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর .... কার্যালয় ....

এমতাবস্থায়, নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে আপনি/আপনার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি প্রমাণকসহ (যদি থাকে) উপস্থিত হইয়া বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হইল, অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

সীলমোহর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর

ফরম 'ঙ'

[বিধি ৬ (১) দ্রষ্টব্য]

ব্যবসার লাইসেন্স বাতিল/ব্যবসায়িক কার্যক্রম স্থগিতকরণের নোটিশ

তারিখঃ................. খ্রিষ্টাব্দ।

বরাবর

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা:...

....

যেহেতু, আপনার নিম্নবর্ণিত পণ্য/সেবা/খাদ্যপণ্য/ঔষধসামগ্রী উৎপাদন/আমদানি/প্রক্রিয়াকরণ/মজুদ/সরবরাহ/বিপণন/বিক্রয়ের ফলে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা .... এর ব্যত্যয় ঘটিয়াছে সে কারণে ধারা ৭০ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আপনার ব্যবসার লাইসেন্স বাতিল/ব্যবসায়িক কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিতকরণের নিমিত্তে ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (১), (২), (৩) এবং (৪) এর বিধান অনুযায়ী আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তালাবদ্ধ ও সীলগালা করিয়া সাময়িকভাবে (.............. সময় উল্লেখ করিতে হইবে) বন্ধ রাখিবার জন্য অত্র নোটিশ প্রদান করিতেছি।

ঘটনার তারিখ ও সময় .... ঘটনার স্থান ....

ঘটনার বিবরণ ....

এমতাবস্থায়, কেন আপনার ব্যবসার লাইসেন্স বাতিল/ব্যবসায়িক কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইবে না তাহা অত্র নোটিশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

সীলমোহর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর

ফরম 'চ'

[বিধি ৭ (১) এবং (২) দ্রষ্টব্য]

প্রাপ্তি স্বীকার পত্র

তারিখ:................ খ্রিষ্টাব্দ।

অভিযোগ নং....................

রসিদ নং...................

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী ....এই অধিদপ্তরে .... এর বিরুদ্ধে .... পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগ দায়ের করি।

উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে .... তারিখে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা...........অনুসারে ..../-(অংকে)............................ (কথায়) টাকা মাত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়। যাহার ২৫ শতাংশ হিসাবে..................../- (............................ টাকা) মাত্র জনাব.................................. পদবি.......................... এর নিকট হইতে অভিযোগকারী হিসাবে ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৪) অনুসারে গ্রহণ করিলাম।

স্ট্যাম্প

অভিযোগকারীর স্বাক্ষর:................................

নাম ও ঠিকানা:..

....

মোবাইল নং:.................................

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর

ফরম 'ছ'

[বিধি ৮ (১) দ্রষ্টব্য]

নমুনা সংগ্রহের নোটিশ

তারিখ :........................খ্রিষ্টাব্দ।

বরাবর

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা...

....

যেহেতু, আপনার উৎপাদিত/আমদানিকৃত/প্রক্রিয়াকরণকৃত/মজুদকৃত/সরবরাহকৃত/বিপণনকৃত/বিক্রয়কৃত নিম্নবর্ণিত পণ্য/খাদ্যপণ্য/ঔষধসামগ্রী নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট ভেজাল/নকল/ভোক্তা-অধিকার বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে সেইহেতু ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা..অনুযায়ী আপনার নিম্নবর্ণিত পণ্য/খাদ্যপণ্য/ঔষধসামগ্রীর নমুনা সংগ্রহ করিয়া গবেষণাগারে প্রেরণের নিমিত্ত নোটিশ প্রদান করিতেছি, যথা :—

ক্রমিক নং	পণ্য/খাদ্যপণ্য/ঔষধের নাম	ব্যাচ নম্বর, মার্ক এবং উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	সংখ্যা/একক	পরিমাণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)

এই নোটিশ প্রাপ্তির পর অনতিবিলম্বে নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তার উপস্থিতিতে উক্ত পণ্য/খাদ্যপণ্য/ঔষধসামগ্রীর নমুনা সংগ্রহ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

সীলমোহর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর

ফরম 'জ'

[বিধি ৮ (২) দ্রষ্টব্য]

নমুনা সংগ্রহের ফরম

তারিখ :........................খ্রিষ্টাব্দ।

এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতেছি যে,
আমি (নাম)...
পিতা...
ঠিকানা..

স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে নিম্নবর্ণিত পণ্য/খাদ্যপণ্য/ঔষধসামগ্রীর নমুনা মহাপরিচালক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর/সমর্পণ করিয়াছি এবং অধিদপ্তর ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর অধীন উক্ত নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারিবে :

ক্রমিক নং	পণ্য/খাদ্যপণ্য/ ঔষধের নাম	ব্যাচ নম্বর, মার্ক এবং উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	সংখ্যা/ একক	পরিমাণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)

প্রতিষ্ঠানের পক্ষে......................স্বাক্ষর/টিপসই
তারিখ.................

সাক্ষী-১
স্বাক্ষর............................
নাম...............................
পিতার নাম........................
ঠিকানা.............................

সাক্ষী-২
স্বাক্ষর............................
নাম...............................
পিতার নাম........................
ঠিকানা.............................

নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর
সীলমোহর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর

ফরম 'ঝ'

[বিধি ৯(১) দ্রষ্টব্য]

জব্দ তালিকা

তারিখ : ....খ্রিষ্টাব্দ।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর বিধান লঙ্ঘন বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায় আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী, অদ্য তারিখ, ঘটিকায়............ মেসার্স............ এর............ স্থলে............. রক্ষিত .... নিম্নবর্ণিত উৎপাদিত/আমদানিকৃত/প্রক্রিয়াকরণকৃত/মজুদকৃত/সরবরাহকৃত/ বিপণনকৃত/ বিক্রয়কৃত পণ্য/খাদ্যপণ্য/ঔষধসামগ্রী এবং তদসংশ্লিষ্ট দলিল-দস্তাবেজ জব্দ/আটক করিলাম :

ক্রমিক নম্বর	পণ্য/খাদ্যপণ্য/ঔষধের/অন্যান্য নাম	ব্যাচ নম্বর, মার্ক এবং উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	সংখ্যা/একক	পরিমাণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)

দলিল-দস্তাবেজের সংখ্যা ও বিবরণ :

অভিযুক্ত ব্যক্তির/প্রতিনিধির স্বাক্ষর/টিপসহি :

নিম্নবর্ণিত সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে উল্লিখিত পণ্য/খাদ্যপণ্য/ঔষধসামগ্রী আটক করা হইয়াছে :

সাক্ষী-১

স্বাক্ষর ....

নাম ....

পিতার নাম ....

ঠিকানা ....

সাক্ষী-২

স্বাক্ষর ....

নাম ....

পিতার নাম ....

ঠিকানা ....

জব্দ/আটককারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

সীলমোহর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর

ফরম 'ঞ'

[বিধি ৯(৩) দ্রষ্টব্য]

বাজেয়াপ্তকরণের নোটিশ

তারিখ : ....খ্রিষ্টাব্দ।

বরাবর

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ....

....

যেহেতু, ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা................................ অনুযায়ী আপনার উৎপাদিত/আমদানিকৃত/প্রক্রিয়াকরণকৃত/মজুদকৃত/সরবরাহকৃত/বিপণনকৃত/বিক্রয়কৃত নিম্নবর্ণিত পণ্য/খাদ্যপণ্য/ঔষধসামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা উচিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে :

ক্রমিক নম্বর	পণ্য/খাদ্যপণ্য/ঔষধের নাম	ব্যাচ নম্বর, মার্ক এবং উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	সংখ্যা/একক	পরিমাণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)

সেহেতু, উল্লিখিত পণ্য/খাদ্যপণ্য/ঔষধসামগ্রী কেন বাজেয়াপ্তকরণের নির্দেশ প্রদান করা হইবে না তাহা এই নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে উপস্থিত হইয়া কারণ দার্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

সীলমোহর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর

ফরম 'ট'

[বিধি ১০(১) দ্রষ্টব্য]

আটককৃত ও বাজেয়াপ্ত দ্রব্যাদির বিলি বন্দোবস্ত

তারিখ :...............খ্রিষ্টাব্দ।

যেহেতু, ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা...............অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত উৎপাদিত/আমদানিকৃত/প্রক্রিয়াকরণকৃত/মজুদকৃত/সরবরাহকৃত/বিপণনকৃত/বিক্রয়কৃত পণ্য/ খাদ্যপণ্য/ ঔষধসামগ্রী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক জব্দ/আটক/বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে :

ক্রমিক নম্বর	পণ্য/খাদ্যপণ্য/ঔষধের নাম	ব্যাচ নম্বর, মার্ক এবং উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	সংখ্যা/একক	পরিমাণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)

সেহেতু, উল্লিখিত পণ্য/খাদ্যপণ্য/ঔষধসামগ্রী আমার নিকট ব্যবহারযোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায় উহা দরিদ্র মানুষের মাঝে/এতিমখানায়/গবাদি পশুর স্বত্বাধিকারী/........................নিকট বিতরণ অথবা উল্লিখিত পণ্য/খাদ্যপণ্য/ঔষধসামগ্রী আমার নিকট ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায় উহা আগুনে পোড়াইয়া/মাটিতে পুঁতিয়া উপযুক্ত কোনো স্থানে....................ধ্বংস করা হইল।

অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

সীলমোহর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তানভীর আহমেদ

উপসচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www. bgpress. gov. bd